অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম রেজা ওরফে শামিমকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালতের একটি বেঞ্চ।

গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারক বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো: খায়রুল আলম এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে এই ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাকে গ্রেফতার বা হয়রানি না করার জন্য পুলিশকেও নির্দেশ দিয়ে অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন আদালত।

শামিম রেজা গ্রেফতার এড়াতে গত ১১ অক্টোবর উচ্চ আদালতের আইনজীবী গোপাল চন্দ্রর মাধ্যমে জামিন আবেদন করেন।

শামিম রেজা মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের বড় ছেলে। তিনি রাশিয়ান ভিত্তিক অনলাইন জুয়া সাইট লাইন বেটের মাস্টার এজেন্ট।

এর আগে চলতি বছরের ২৫ আগস্ট শামিম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ৩০(২)/৩৫ ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ। মামলায় শামিমসহ আরো ১৫ জনকে আসামি করা হয়।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন-গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, নুরুপুরের বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে মো: পলাশ, মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

গত ১৩ অক্টোবর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে বাবার ছোট রাইস মিল চালিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন শামিম রেজা। হঠাৎ করে আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে বনে গেলেন কোটিপতি। কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন হার্ডওয়ার ব্যবসা। যেভাবে পাইলিং দিয়ে ভবন তৈরি করছেন তাতেও খরচ হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। ছোট ভাইকে রাজধানীর একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। মোটরসাইকেলে নতুন মডেল আসলেও সেটি হতে হয় শামিম ও তার ছোট ভাই সোহাগ রানার জন্য। বর্তমানে দুই ভাই দুটি ইয়ামাহা ব্র্যাণ্ডের আরওয়ানফাইভ মোটরসাইকেল ব্যবহার করেন। এলাকাতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন।

বর্তমানে তিনি কক্সবাজারের ফাইভ স্টার হোটেল ‘সাইমান’ এ অবস্থান করছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়ে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। সাথে আছেন তার শিষ্য দিলিপ হালদারসহ কয়েকজন এজেন্ট। বর্তমানে কত টাকার মালিক তিনি তা কেউ জানে না। তার ছোট ভাই সোহাগ রানা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যান। আর সকল কিছুই এসেছে অনলাইন জুয়ার দৌলতে। অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট হিসেবে যে কয়জন রয়েছেন শামিম রেজা তাদের একজন। তিনি নিজেই চালান একাধিক এজেন্ট চ্যানেল। খবর রয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি এগুলো পরিচালনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শামিম রেজা করোনার প্রথম দিকে ওয়ান এক্স বেটে কাজ করলেও পরবর্তিতে রাশিয়ান কোম্পানী লাইনবেট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে একাই শুরু করেন অনলাইন জুয়ার ব্যবসা। কয়েকটি এজেন্ট নিয়ে কাজে লাগান বেশ কয়েকজন যুবককে। তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে আটক হয়েছে নিমাই হালদার, প্রসেনজিৎ হালদার, সুমন আলী ও সুমন নামের চার যুবক। নিমাই হালদার, সুমন আলী ও সুমন আদালতে শামিম রেজার হয়ে কাজ করেন বলে স্বাকারোক্তিও দিয়েছেন। প্রসেনজিৎ হালদার আদালতে স্বীকারোক্তী না দিলেও অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত একাধিক সূত্র তাকে শামিমের এজেন্ট বলে নিশ্চিত করেছেন।

অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, শামিম রেজা এজেন্ট হয়ে কাজ করেন তার ছোট ভাই সোহাগ রানা, নিমাই হালদারের চাচাত ভাই দিলিপ হালদার, কোমরপুর গ্রামের আজিবার আলীর ছেলে শিপলু রানা, কুদ্দুস আলীর ছেলে আকাশ আলী। তবে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়া ও পুলিশের

অভিযান শুরু হলে সকলেই এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এজাহার থেকে জানা গেছে, শামিম রেজা পুলিশের এজাহার ভুক্ত অনলাইন জুয়ার অন্যতম আসামি। মামলার প্রধান আসামি বদুরুদ্দোজা রয়েলকে আটকের পর তার স্বীকারোক্তীতে শামিম রেজাসহ আরো ১৫ জনের নাম করে পুলিশের কাছে।

শুধ শামিম রেজা নয়, “অনলাইন জুয়ার দূর্গ” ক্যাটাগরি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার সাথে মাস্টার এজেন্টদের (রাঘববোয়াল) কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে। সংবাদে ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক অনলাইন জুয়ার নাম ও পরিচয় উঠে এসেছে। ক্রমান্বয়ে বাকিদের অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশ হবে। যার অংশ হিসেবে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান অব্যহত রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার কারণে উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ প্রশাসন। এছাড়ার সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অনলাইজ জুয়ারিদের নজরদারিতে রেখেছে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে সংবাদ রয়েছে।

জানা গেছে, বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেন্সি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো। আর অনলাইন জুয়ার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রাম। যে গ্রাম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে পুরো দেশকে।

রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে । এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল ইতোমধ্যে ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে পুলিশ। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা

কাজ শুরু করেছেন।
পুলিশের একটি সুত্রটি জানায়, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার
কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত ছিলেন এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তবে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর তাদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। এক মাসে একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হচ্ছে কোটি টাকার উপরে। জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কয়েকজনকে আটক করে তাদের স্বীকারোক্তিতে এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

অনলাইন জুয়া নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানি টিমের

অনুসন্ধানে নতুন নতুন এজেন্টদের খবর পাওয়া যাচ্ছে। রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া এসব অনলাইন জুয়ার হোতাদের দৌরাত্মে নি:স্ব হচ্ছে বহু তরুণ। খুব সহজেই অঢেল টাকার মালিক বনে যাওয়ায় তারা কাউকেও পরোয়া করছেন না। এখনো যারা ধরা পড়েননি বা যাদের নাম সংবাদে আসেননি তারা বুক ফুলিয়ে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত জানতে মেহেরপুর প্রতিদিননের সঙ্গেই থাকুন। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সামনে অনলাইন জুয়ার সংবাদ তুলে ধরা হবে।(চলবে…)

মেহেরপুরে ভোটারদের বাড়ি গিয়ে, ফোনে টাকা ফেরত চাচ্ছেন পরাজিত প্রার্থীরা

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে জিততে জেলার কয়েকজ সদস্য প্রার্থী ভোটারদের এক লাখ টাকা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ প্রার্থীরা নির্বাচনে জিততে পারেননি। নির্বাচনে হেরে এখন ভোটারদের কাছে টাকা ফেরত নিতে তাঁরা চাপ সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পরাজিত প্রার্থীদের চাপে কয়েকজন ভোটার প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের (গাংনী উপজেলা) পরাজিত দুই সদস্য প্রার্থী জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম ও হাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন অন্তত দুজন ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও চারজন ইউপি সদস্য। গত সোমবার ওই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মজিরুল অটোরিকশা প্রতীক ও হাফিজুর তালা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন।

ভোট দেওয়ার বিপরীতে টাকা নেওয়া ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা কেউই নিজেদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। তাঁরা বলেন, নির্বাচনে জিততে মজিরুল ইসলাম ও হাফিজুর রহমান ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোর করে এক লাখ টাকার বান্ডিল দিয়ে আসেন। ভোটে তাঁরা দুজনই পরাজিত হয়েছেন। এখন তাঁরা ওই টাকা ফেরত চাচ্ছেন। কিন্তু ভোটারদের অনেকে

সেই টাকা ইতিমধ্যে খরচ করে ফেলেছেন।

একটি সূত্রে জানা গেছে, মজিরুল ইসলাম ৯০ জন ভোটারকে এক লাখ করে টাকা দিয়েছেন। হেরে যাওয়ায় তার মেয়ে উপজেলা পরিষদের কর্মচারী সঞ্চিতা ও সাহাবদ্দিন নামের এক মেম্বার মজিরুলের টাকা ফেরতের জন্য চাপ দিচ্ছেন। গতকাল বুধবার রাত ৯টা পর্যন্ত পর্যন্ত ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত ফেরত নিতে পেরেছেন বলে জানা গেছে।

গাংনীর বামন্দী ইউপির চেয়ারম্যান কমল হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, মজিরুল ও হাফিজুর একটি মাইক্রোবাসে করে সকাল থেকে উপজেলার চারটি ইউনিয়নের ভোটারদের কাছে গিয়েছেন। তাঁদের দেওয়া টাকা ফেরত চেয়েছেন। টাকা ফেরত না দিলে বড় ধরনের অসুবিধা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউনিয়নের এক সদস্য ভোটার জানান, সদস্য প্রার্থী আলমাস হোসেন শিলু ভোটারদের এক লাখ করে টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোটে হেরে যাওয়ায় পরদিন থেকে ভোটারদের বাড়ি গিয়ে, কাউকে ফোন দিয়ে টাকা ফেরত চাচ্ছেন।

ভোটারদের অভিযোগ সত্য নয় দাবি করে মজিরুল ইসলাম বলেন, ‘এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। যাঁরা এসব অভিযোগ করছেন, তাঁরা আমার বিরোধী পক্ষ।’

তবে তালা প্রতীকের প্রার্থী হাফিজুর রহমান দুপুরে বলেন, নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর কয়েকটি ইউনিয়নের ভোটারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তিনি। সাক্ষাতে ভোটারদের ভোট দেওয়া না দেওয়া নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। ভোটাররা আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি রেখেছেন কি না, সেটা জানতে গিয়েছিলেন তিনি।

টাকা দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে হাফিজুর রহমান বলেন, ‘নির্বাচনে লাভ বলে কিছু নেই। সব লোকসান। নির্বাচনে লোকসান গুনতে হয়। আমিও তাই লোকসান গুনেছি।’

নির্বাচনে এক ইউপি সদস্য ভোটার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ভোটের কয়েক দিন আগে মজিরুল ইসলাম ইউপি সদস্যদের কাছে দেনদরবার শুরু করেন। শেষে তিনি এক লাখ টাকা দেন। টাকা না নিলে সমস্যা হবে ভেবে অনেকে টাকা নিয়েছেন। নির্বাচনে হারার পর তিনি ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা ফেরত চাচ্ছেন। এতে এলাকায় টাকা দেওয়ার

বিষয়টি ছড়িয়ে পড়েছে। ইউপি সদস্যদেরও মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এলাকার চায়ের দোকানেও এখন টাকা নেওয়া ও ফেরত চাওয়ার বিষয়টি আলোচিত।

এ বিষয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবু আনছার বলেন, নির্বাচনে অর্থ লেনদেনের বিষয়টি আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ। লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা

পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রী স্বপ্না খাতুনকে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।স্বপ্না খাতুন বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বুধবার (১৯ অক্টোবর) সকালের দিকে ঝিনাইদহ আমেরচারা নামক গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

এঘটনায় স্বামী উজ্জল হোসেন পলাতক রয়েছে। উজ্জল মেহেরপুর সদর উপজেলার খন্দকারপাড়া এলাকার তাজ উদ্দীনের ছেলে। স্বপ্না খাতুন একউ উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের আরিফুল ইসলামের মেয়ে।

পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়ে এই দম্পত্তি ঝিনাইদহ আমের চারা গ্রামে বসবাস করে আসছিলেন। বুধবার সকালের দিকে তাদের দুজনের মধ্যে পারিবারিক কলহের জের ধরে স্বামী উজ্জল তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুনকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যার চেষ্টা চালান। এসময় প্রতিবেশীরা টের পেয়ে ছুটে আসলে স্বামী উজ্জল পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে স্বপ্নার পরিবারের লোকজন ঝিনাইদহ হাসপাতাল থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

স্বপ্নার বাবা আরিফুল ইসলাম বলেন, বিয়ের পর থেকেই জামায় আমার মেয়ের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। পারিবারিক কলহ হলে সে আমার মেয়েকে নির্যাতনন শুরু করে। এক পর্যায়ে গলা টিপে হত্যা করার

চেষ্টা করে। পাশের বাড়ির লোকজন জানতে পেরে ছুটে আসলে সে পালিয়ে যায়। বর্তমানে আমার মেয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ভর্তি রয়েছে।

গাংনী থানার এসআই মাসুদ জেলা শ্রেষ্ট এসআই মনোনীত

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সর্বোচ্ছ হুকুম তামিল, করায় গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদকে শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক (এসআই) নির্বাচিত করে পদক ও পুরুস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলশেডে অনুষ্ঠিত পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে এ পুরুস্কারে ভূষিত হয়।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম তার হাতে পদক ও নগদ অর্থ তুলে দেন। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সারোয়ারসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে এসআই মাসুদ মাদকদ্রব্য উদ্ধার, আসামি গ্রেফতার, আদালতের হুকুম তামিলসহ নানা কারণে তিনবার জেলার শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নবম বারের মত চৌকস পুলিশ অফিসার হলেন এএসআই শাকিল খান

নবমবারের মত চৌকস পুলিশ অফিসার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুর সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শাকিল খান।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভায় এএসআই শাকিল খানকে চৌকস পুলিশ অফিসার হিসেবে ক্রেষ্ট তুলে দেন পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম।

মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলশেডে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে পুরুস্কারে ভূষিত করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এসএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলসহ জেলা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যরা।

এর আগেও এএসআই শাকিল খান মাদক উদ্ধার ও আসামি গ্রেফতার এবং আদালতের পরোয়ানা তামিলেও তাকে চৌকস পুলিশ অফিসার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

আমঝুপিতে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে আমঝুপি,মউক এর হলরুমে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় মেহেরপুর জেলা খাদ্য অধিকার কমিটি ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ সভার আয়োজন করে।

খাদ্যে অধিকার কমিটির সদস্য হাজী আজগর আলী মাষ্টার এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন। আরো বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আরিফ হোসেন, সমাজ সেবক শহিদুল্লাহ, আঃ রাকিব, ইমাম ওজিউর রহমান ও মানবধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।

বক্তাগন সরকারের দারিদ্র বিমোচন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য

বিভিন্ন সুপারিশ মালা তুলে ধরেন। এর আগে একটি র্যালী আমঝুপির বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে মউক প্রধান কার্যলয় চত্তরে এসে শেষ হয়।

সভার শেষে,মেহেরপুর জেলা খাদ্য অধিকার কমিটির পক্ষে সামাজিক সুরক্ষা কমৃসূচির বরাদ্দ বাড়ানো ও খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যদির মুল্য কমানোর দাবীতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক বরাবর একটি স্বারক লিপি প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ জন আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে। এসব আসামিদের মধ্যে ৪জন নারী আসামি রয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

আসামিদের মধ্যে এন আই এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারা, ৪২০ ধারাসহ বিভিন্ন মামলার আসামি রয়েছেন।

আজ বুধবার (১৯ অক্টোবর) সকালের দিকে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বিনামূল্যে পেঁয়াজের বীজ ও সার বিতরণ

মুজিবনগরে পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা হিসেবে প্রান্তিক চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ ও সার বিতরণ করেছে উপজেলা কৃষি অফিস।
মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গনে ২০২২/২০২৩ অর্থবছরে খরিফ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেস বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন করেন।এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন প্রমুখ।
পর্যায় ক্রমে মুজিবনগর উপজেলার চারটি ইউনিয়নের মোট ২২০ জন পেয়াজ চাষীকে ১ কেজি পেয়াজ বীজ , ২০ কেজি ডিওপি সার , ২০ কেজি এম ও পি সার, ১৫০ বর্গমিটার পলিথিন, ৪ শত গ্রাম লাইলণ সুতা, ১শত এম এল কীটনাশক, ১০ এম এল ছত্রনাশক ও বিকাশের মাধ্যমে ২ হাজার ৭ শত টাকা দেয়া হবে।

মেহেরপুরে ছাত্রনেতা ইব্রাহিমের নেতৃত্বে শেখ রাসেল ও আওয়ামী লীগ নেতা ইমনের

জন্মদিন পালন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এমএএস ইমনের ৪৭ তম জন্মদিন এবং শহীদ শেখ রাসেল এর ৫৮তম জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ছাত্র নেতা ইব্রাহীমের নেতৃত্বে তার নিজ কার্যালয়ে কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ কর্মী আলিপ, সাকিব, আকাশ, আসিব, রাব্বি, রিজন প্রমুখ।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এমএএস ইমনের জন্মদিন পালন

আড়ম্বর পরিবেশে কেক কেটে ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক, রাজধানী টিভির চেয়ারম্যান ও সাপ্তাহিক ঢাকা থেকে পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক এমএএস ইমনের জন্মদিন পালন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের মেহেরপুর শহরের মল্লিকপুকুরস্থ কার্যালয়ে এ জন্মদিন পালন করা হয়।

প্রকাশকের জন্মদিন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে কেক কাটেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

এসময় সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু ও আগত অতিথিদের কেক খাইয়ে দেন।

বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কাননের সঞ্চালনায় প্রকাশক এম এ এস ইমনের জীবনী তুলে ধরে আলোচনা করেন সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মিয়াভাই এগ্রো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরীফ রেজা পান্না, এনটিভির মেহেরপুর জেলা

প্রতিনিধি রেজ আন উল বাশার তাপস, মেহেরপুর প্রতিদিনের গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা প্রতিনিধি শের খান প্রমুখ।

জনমদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন ও তার শুভাকাঙ্খিরা উপস্থিত ছিলেন।